যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৭ এএম

সারাদেশ

অনিয়ম-দুর্নীতি ঢাকতে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ বেরোবি রেজিস্ট্রারের

Advertisement

রংপুর ব্যুরো
প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৯ পিএম

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশাসনের অনিয়ম-দুর্নীতি ঢাকতে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক রেজিস্ট্রার ড. হারুন-অর-রশীদ।

বুধবার দুপুরে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

ড. হারুন-অর-রশীদ সংবাদ সম্মেলনে জানান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি করছেন। এসব অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের জন্য তারা রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নামেন। সেই সঙ্গে রেজিস্ট্রারকে সরাতে নানা অপতৎপরতা শুরু করেন।

সর্বশেষ ২৪ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল, বিএনপিপন্থি শিক্ষক, উপাচার্যসহ বহিরাগতরা সভা করে রেজিস্ট্রার পদ থেকে ড. হারুন-অর-রশীদকে সরানোর পরিকল্পনা করে। এরই অংশ হিসেবে ২৫ জানুয়ারি ছাত্রদলের নামে রেজিস্ট্রারের অপসারণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জালসনদে চাকরি, শহীদ আবু সাঈদের মামলাটি ধামাচাপা দিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর চুক্তির মেয়াদের আগেই রেজিস্ট্রার হারুন-অর-রশীদকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

রেজিস্ট্রার হারুন-অর-রশীদ বলেন, যেহেতু আমি বিভিন্ন অনিয়মের তদন্ত করছিলাম। তাই অনেকের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলাম। তাই আমাকে চুক্তির মেয়াদপূর্তির আগেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। যদিও চুক্তিতে রেজিস্ট্রারকে যেকোনো সময় চাকরিচ্যুত করতে বাধ্যবাধকতা নেই। এরপরেও যেহেতু আমি শহীদ আবু সাঈদের মামলার বাদী। তাই আমি পূর্ণমেয়াদ পেলে মামলার চার্জশিট ও বিচার কাজটি দ্রুত শুরু হতে পারতাম।

তিনি বলেন, আমি চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার কর্তৃক শহীদ আবু সাঈদের যে মামলাটি করা হয়েছে সেটির সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের বিচার হোক। গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে বন্ধ থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ, শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা-কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম চালু করা, দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অনিয়ম অনুসন্ধানে উচ্চতর তদন্ত কমিটি গঠন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে উচ্চতর পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক এবং সে পর্যন্ত সব প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি বন্ধ রাখতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- রংপুর মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি আনোয়ারুল হক কাজলসহ অন্যরা।